যুক্ত করে, দুঃখভরে, সজল নয়নে
ডাকিয়াছি শতবার,
'হে বিভো করুণাধার
'বল দাও, বল দাও, অধম সন্তানে।'

(৩)

কিন্তু বৃথা! অদৃষ্টের তীব্র উপহাস
ধ্বনিতেছে শুধু কাণে;
গরল প্রবাহ প্রাণে
ছুটিতেছে অবিরাম, ঘোর অবিশ্বাস
করিয়াছে অধিকার
শুষ্ক হৃদি; নাহি আর
শান্তিময় শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রীতির বিশ্বাস।

(৪)

বিদ্যা উপার্জ্জনে কিম্বা অর্থ অন্বেষণে
ব্যর্থ চেষ্টা শতবার,
হৃদয় দৌর্ব্বল্যাধার,
শতেক কুকার্য্যে রত রিপুর তাড়নে।
বৃথা শিক্ষা অভিমান
বৃথা হিতাহিত জ্ঞান!
সকলি বিফল হায় আমার জীবনে।

AKHSAYKUMAR SARKAR, B.A.

বঙ্গবাসী কলেজ ম্যাগাজীন

সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

কেন এমন হয়?

মহাশয়,

আমি এক জন প্রাচীন ও ঠেলসহা শিক্ষক ও পরীক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছি। দেখিয়া অনেক

শিখিয়াছি, ঠেকিয়া তদপেক্ষা বেশী শিখিয়াছি। বহুদর্শিতায় আমার সমকক্ষ খুব কমই দেখিতে পাই। আমি নিতান্ত কেও কেটাও নহি। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়! বিদ্যাদিগ্‌গজগণের মতে, আমি এক জন 'টিপিকেল' মাষ্টার, অর্থাৎ পূর্ব্বে আমার যে কিছু বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, অধিক দিন মাষ্টারি করায় তাহার লোপ হইয়াছে। কাজেই বহুদর্শিতার ফলে ও ভূয়োদর্শনের বলে, আমি যাহা বলিব, বিদ্যাবুদ্ধি যাহাদের একচেটিয়া সেই বিদ্যাদিগ্‌গজগণ, তাহা পাঠ করিয়া কত হাসি হাসিবেন, কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবেন; কত গা টেপাটিপি করিবেন। আগে আগে সে হাসি ঠাট্টায় তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিতাম, যেন অন্তর্দাহ উপস্থিত হইত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, কালচক্রের আবর্ত্তনে ও পলিত কেশের গুণে, এখন সেই ঠাট্টা বিদ্রূপ অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, সেই হাসি তামাসা কর্ণকুহরে প্রবেশও করে না, এখন সুবুদ্ধির ন্যায় তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে শিখিয়াছি। কাজেই আমি যাহা বলিব, তাহা তাঁহারা না শুনুন বা না পড়ুন, তজ্জন্য আমি চিন্তিত নহি, ব্যস্ত নহি। বিদ্যাদিগ্‌গজগণ ব্যতীত সংসারের আর সকলে আমার কথা শুনিবেন ও পড়িবেন, ইহাই আমার বাসনা, ইহাই আমার সানুনয় নিবেদন। বিদ্যাদিগ্‌গজগণের অবর্ত্তমানে সংসার চক্রের আবর্ত্তন বন্ধ হইবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস।

আমার আসল কথা তিনটী ১ম ছাত্রবর্গের কথা, ২য় শিক্ষকবর্গের কথা, ৩য় পরীক্ষকবর্গের কথা।

১ম ছাত্রবর্গের কথা। অনেকেই বলেন, অনেক শিক্ষকও সেই মতের পোষকতা করেন যে, আজ কালকার ছেলেরা আগেকার মত পড়া শুনায় মন করে না, আগেকার মত তদ্গতচিত্ত নহে। এ কথাটা কি ঠিক? অসহায় ছাত্রবর্গের উপর দোষারোপ করা, যাহারা স্বপক্ষ সমর্থন করিতে অক্ষম তাহাদিগকে আক্রমণ করা, তাহাদের উপর গালিবর্ষণ করা, বড়ই সহজ কাজ, ইহাতে কোন পৌরুষ দেখি না। তাহারা দলে দলে পরীক্ষায় ফেল হইতেছে, অতএব তাহারা পড়া শুনা করে না,—এ কথা বাহিরের লোক বলিতে পারে, বাহিরের লোকের মুখে এ কথা শোভা পায়, শুনিতে পাই বিদ্যাদিগ্‌গজগণেরও এই মত কিন্তু আমি এক জন ঘরের লোক,

আমি ভিতরের হাল অবগত, আমি লোকের কথায় ভুলি না, সবজান্তাদের ভ্রূকুটীতে ভয় পাই না, সেই ওয়াকীবহাল আমি ছাত্রদের স্কন্ধে সব দোষ চাপাইতে প্রস্তুত নহি। আমার ধারণা, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার দ্বারস্বরূপ প্রবেশিকা পরীক্ষার ঘোর অবনতি ও অধোগতি হইয়াছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় এখন এক প্রকার অবারিতদ্বার বলিলেই চলে। যে সকল ছাত্র সেই দ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে, তাহার অধিকাংশই প্রবেশের অনুপযুক্ত। কাজেই তাহারা বিদ্যামন্দিরে নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়ে, যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী না থাকিলেও তাহারা তদনুরূপ ফল পায় না। সাঁতার না শিখিয়া গভীর জলে প্রবেশ করিলে, লোকে যেরূপ হাবুডুবু খাইয়া মরে, তাহাদেরও সেইরূপ হাঁকুপাঁকু সার হয়। বেচারিদের অপরাধ কি! তাহাদের চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটী নাই, কিন্তু পঙ্গু কি কখন গিরি-লঙ্ঘন করিতে পারে, বামন কি কখন চাঁদে হাত দিতে পারে? তাই বলি, বেচারিরা গালিবর্ষণের পাত্র নহে, কৃপার পাত্র।

২য় শিক্ষকবর্গের কথা। যাঁহাদের এক পা এক নায়ে ও আর এক পা আর এক নায়ে, যাঁহারা স্থল ও জল উভয়ত্র বিচরণ করেন, তাঁহাদিগকে আমি শিক্ষক-শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিতে চাহি না। এরূপ দু-নায়ে পা উভচরগণকে প্রথমেই বাদ দিতে হইবে। তাঁহাদের পাণ্ডিত্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা শিক্ষক পদের বাচ্য নহেন। এখানে প্রকৃত শিক্ষকের কথাই বলিতেছি। শিক্ষাবৃত্তিই যাঁহাদের জীবনের অবলম্বন, যাঁহারা ছেলেপিলে লইয়াই নাড়াচাড়া করেন, যাঁহাদের সহানুভূতি ছাত্রবৃন্দেই কেন্দ্রীভূত, যাঁহারা নিদ্রিত ছাত্রকে জাগরিত করিতে পারেন ও তাহার মনে জ্ঞানের পিপাসা জন্মাইয়া দিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃত শিক্ষক। পাণ্ডিত্যই শিক্ষকের একমাত্র লক্ষণ নহে, পাণ্ডিত্যের সহিত উপরিকথিত গুণাবলির সমাবেশ চাহি। এইরূপ প্রকৃত শিক্ষকের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক থাকিলে কি হইবে? তাঁহাদের শিক্ষা দিবার অবসর কোথায়? শিক্ষার অধিকারীই বা কে? যে সকল ছাত্র তাঁহাদের নিকট শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিতে আইসে, তাহাদের অধিকাংশ শিক্ষায় অনধিকারী; প্রথমোক্ত দোষে তাহাদের গোড়া কাঁচা হইয়া থাকে। বনিয়াদের দোষ হইলে, তাহার উপর কি দ্বিতল কোঠা প্রস্তুত হইতে পারে? বহুসংখ্যক

অনধিকারী ছাত্রবৃন্দকে তালিম করিতে গিয়া, শিক্ষকের পাণ্ডিত্য, যত্ন, সহানুভূতি প্রভৃতি সকল গুণই, উষরে বীজ-বপনের ন্যায় নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এই অনধিকারী ছাত্রগণের খাতিরে, শিক্ষক মহাশয় প্রকৃত শিক্ষাদানের অবসর পান না; ছাত্রগণের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ ধরিয়া তাহাদের মনোবৃত্তির উন্নতি ও জ্ঞান-লালসার সৃষ্টিরূপ শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে, বিফল-মনোরথ হয়েন। অধিকন্তু প্রকৃত অধিকারী অল্পসংখ্যক ছাত্র, অনধিকারী বহু ছাত্রের সান্নিধ্যে ও সংঘর্ষে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়; উচ্চ আদর্শের অভাবে তাহাদের মনোবৃত্তির উন্নতি না হইয়া, ক্রমে অবনতি হয়। অসাধুর দলে সাধুর যেরূপ দুরবস্থা, অনধিকারীর দলে অধিকারীরও সেইরূপ দুরবস্থা। অতএব, শিক্ষকের দোষ দিব কি প্রকারে? কিন্তু আমি নিজে শিক্ষক, শিক্ষক সম্বন্ধে স্বভাবতঃ আমি একদেশদর্শী হইতে পারি। সেজন্য পাঠকগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন আমার কথা বিশেষ বিচার করিয়া গ্রহণ বা পরিত্যাগ করেন।

৩য় পরীক্ষকের কথা। পুরাণে, আঠার অক্ষৌহিণী সেনানী কর্ত্তৃক বীরতনয় বালবীর অভিমন্যুর বধের কথা পড়িয়াছি; বাইবেলে, ভেকের প্লেগে সেকালের মিশরবাসীদের দুর্গতির কথা জানিয়াছি; অধুনা, পঙ্গপালের অক্রমণে শ্যামল বিটপিদল নিষ্পত্র হইতেছে ও মূষিক সংক্রামিত মহামারিতে দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে, সংবাদ পত্রের কল্যাণে এ সকল কথা অবিরত পড়িতেছি। কিন্তু ঘরের কাছে, চোখের উপরে, প্রতি বৎসর যে নির্ম্মম নিধনব্যাপার চলিতেছে, তাহার আলোচনা কে করিতেছে? আঠার অক্ষৌহিণী পরীক্ষক সেনানীর হস্ত হইতে দুর্ব্বল ছাত্রবৃন্দের রক্ষা কোথায়? আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য ছাড়িয়া, ছাঁকা ভাষাকথায় বলিতে চাহি,—পরীক্ষকগণের সংখ্যা কি অযথা রূপ বর্দ্ধিত হয় নাই? সংখ্যার এই অযথা বৃদ্ধি কি পরীক্ষাবিভ্রাটের অন্যতম কারণ নহে? অল্প সংখ্যক পরীক্ষক দ্বারা কি পরীক্ষা কার্য্য সুচারুরূপ সম্পন্ন হইতে পারে না? সংখ্যার কথা ছাড়িয়া, পরীক্ষকগণের উপযোগিতার আলোচনা করিলে কি দেখা যায়? পরীক্ষকগণের মধ্যে, অনুপযুক্ত লোকের সংখ্যা কি বিরল? পাণ্ডিত্যই কি পরীক্ষকের এক মাত্র গুণ? পলিত কেশই কি পরীক্ষকের একমাত্র লক্ষণ? অনুপযুক্ত পরীক্ষকের নিয়োগ দেখিলে,

প্রকৃত শিক্ষক ও অধিকারী ছাত্রের কি স্ব স্ব কার্য্যে উৎসাহ থাকে? উত্তাল তরঙ্গময় সাগর অতিক্রম করিয়া গোষ্পদে ডুবিতে হইবে জানিলে, সমুদ্রযাত্রীর মনে, প্রকৃত কর্ণধারের মনে, কি ভাবের উদয় হয়? পাঠক, মনে কর তোমার মৃত্যু নিশ্চিত, তাহা হইলেও কি তুমি হাতুড়ের হাতে মরিতে চাও?

সুখের বিষয়, ভরসার স্থল, অনুপযুক্ত পরীক্ষকের সংখ্যা বিরল। কিন্তু সংখ্যা বিরল হইলে কি হয়? এক ফোঁটা গোমূত্রও কলসপূর্ণ দুগ্ধকে নষ্ট করে। এক জন অনুপযুক্ত পরীক্ষক শত উপযুক্ত পরীক্ষকের কার্য্যে অন্তরায় হয়।

এখন, কথাটা এই দাঁড়াইল,—ছাত্রের বড় দোষ নাই, শিক্ষকের বিশেষ ত্রুটী নাই, পরীক্ষকেরও তত অপরাধ নাই তবে অপরাধ কাহার? অপরাধ কি পাড়াপ্রতিবেশীর?

যাত্রা না জমিলে, কেহ দলের বাজিয়ে বা দলের ছোক্‌রা বা আগন্তুক শ্রোতৃবৃন্দের দোষ দেয় না; সকলেই যাত্রার দলের অধিকারীর দোষ দেয়। এস্থলেও কি সেইরূপ নহে? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারীরাই কি সকল বিভ্রাটের মূল নহেন?

তাঁহারা অনধিকারী ছাত্রকে বিদ্যা মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন; তাঁহাদের নিয়মাবলির ফলে শিক্ষক শিক্ষকতার অবসর পান না, আপন কাজে উৎসাহ পান না, পদে পদে মর্ম্মাহত হন; তাঁহাদের কঠোর শাসনে পুতুল-নাচের পুত্তলিকার ন্যায় পরীক্ষকগণ যেন কলে নাচিতে থাকেন; পরীক্ষকগণের স্বাবলম্বন লোপ হয়; তাঁহারা, নম্বর ও নম্বরের ভগ্নাংশ লইয়াই সদা শশব্যস্ত, ছাত্রের গুণাগুণ পরীক্ষা করেন কখন?

আর এক কথা অনেকের মুখে শুনি। অনেকেই বলেন, পূর্ব্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরাই ভাল শিক্ষা লাভ করিত, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমবিকাশ হইত, এত ছেলে "ফেল" হইত না; কিন্তু এখন তাহার বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। আমিও এই মতের পোষকতা করি। স্থানাভাবে, এই বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিতে পারিলাম না। তবে মোটের উপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে শিক্ষকের প্রাধান্য, অন্ততঃ হাত ছিল, শিক্ষকের কথার আদর ছিল; এখন সেখানে শিক্ষকের

কোন হাত নাই বলিলেই চলে, শিক্ষক এখন অন্য সম্প্রদায়ের হস্তে ক্রীড়া কন্দুক মাত্র। একথায় যাঁহার বিশ্বাস না জন্মে, তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

আপনারা নাম না দিলে পত্র ছাপেন না, সেই জন্য বলিতেছি আমার নাম

শ্রীবিশ্বনিন্দুক শর্ম্মা।

College Graduates in Arts.

M. A.

1898.	Indu Madhab Mallick	Botany.
1899.	Abinash Chandra Ghosh ...	Botany.
1900.	Mukunda Lall Goswami ...	Botany.
	H. T. Bose	Philosophy.
1901.	Jagadbandhu Basu	Botany
1902.	Purna Chandra Pal	Mathematics
1903.	Rangalal Chatterjie ...	English.

B. A.

1897.

Radhika Prasad Chattopadhyay.
Amrita Lal Chattopadhyay.
Narendra Narayan Chaudhuri,
(*2nd class. Hon., English*).
Purna Chandra Mukhopadhyay.
Harigopal Guin.

1898.

Gopal Chandra Acharjya.,
Suryya Kumar Chakravarti.
Rohini Kumar Gupta,
(*2nd class. Hon., Sanskrit*).
Santasil Datta.
Biswanath Nandi.
Bijay Chandra Sen.

1899.

Manindra Nath Bandyopadhyay.
Jyotindra Nath Basu.
Nripendra Nath Das.
Haripada Majumdar.
Hemanta Kumar Bandyopadhyay.
Nagendra Nath Bandyopadhyay.
Pramatha Narayan Biswas.
Jnanendra Narayan Chaudhuri.
Mukundalal Goswami.
Lalan Chandra Ray.
Surendra Nath Sen.
Purnachandra Sanyal.

1900.

Ardhendu Sekhar Bagchi.
Surendra Nath Chakravarti.
Ranadhir Chattopadhyay.
Umapada Chattopadhyay.
Bhola Nath Chaudhuri.
Jatindra Narayan Chaudhuri.
Kalipada De.
Musarraf Hossain.
Charu Chandra Mitra.
Durgadas Nandi.